চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ০৭ মার্চ'২০২৩খ্রি.

বর্ণিল আয়োজনে ৭ই মার্চ উদযাপন করবে চসিক

বর্ণিল আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন করতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক)। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনের সম্মুখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হবে। এরপর সকাল ১১টায় থিয়েটার ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভা ও ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হবে।

এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড় ও আইল্যান্ডে বঙ্গবন্ধুর ছবি-ইতিহাস সংবলিত ৪টি ড্রপ ডাউন ব্যানার প্রদর্শিত হবে। আন্দরকিল্লা পুরাতন নগর ভবন পার্কিং লট ও জামালখানে এল.ই.ডি'র মাধ্যমে ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার হবে। নগর ভবন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে আলোকসজ্জা, ফোয়ারা এবং তোরণ নির্মাণ করা হবে। এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ৭ই মার্চ এর ভাষণের উপর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুগান্তকারী ভাষণের স্মারক হিসেবে দিনটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

ইপিআই কর্মসূচীকে শতভাগে নিতে চায় চসিক

ইপিআই কার্যক্রমের আওতা শতভাগ করার লক্ষ্যে কাজ করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) স্বাস্থ্য বিভাগ। এ লক্ষ বাস্তবায়নে গৃহিত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতে রোববার চসিক জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে 'ইপিআই ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা' আয়োজিত হয়। চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী সভাপতিত্বে সভায় নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে চসিকে কর্মরত সব জোনাল মেডিকেল অফিসার, ইপিআই টেকনিশিয়ানরা আলোচনা অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ ইমাম হোসেন রানা, বিভাগীয় কো অডিনেটর (ডঐঙ) ডাঃ ইমং পারু চৌধুরী, জোনাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডাঃ তপন কুমার চক্রবর্তী, ডাঃ মোঃ হাসান মুরাদ চৌধুরী, ডঃ সুমন তালুকদার, ডাঃ আকিল মাহমুদ নাফে, ডাঃ জুয়েল মহাজন, ন্যাশনাল ইপিআই আরবান স্পেশালিস্ট ইউনিসেফ চট্টগ্রাম ডাঃ গ্রসূন রায়, চঅঞঐ ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঙৎমধহর ধঃরড়হ বিভাগীয় কনসালটেন্ট ডাঃ নাজনীন রশীদ। সভায় বিগত ২০২২ইং সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মোট ১২ (বারো) মাসের ইপিআই কার্যক্রমের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন এর মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ) এর এসআইএমও ডাঃ সরওয়ার আলম, সভা পরিচালনা করেন ভ্যাকসিনেশান ইনচার্জ মোঃ আবু ছালেহ।

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, চসিক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর দিক-নির্দেশনায় নগরীর চিকিৎসা সেবা কাজে গতিশীলতা আনতে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইপিআই কার্যক্রমকে শতভাগ নিশ্চিত করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট জোনাল মেডিকেল অফিসারগণকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন ০৭টি ইপিআই জোনে টিকাদানের কভারেজ, ড্রপ আউট, রিপোর্টিং, সুপারভিশন কার্যক্রম এর বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক টিকাদান কেন্দ্রে টার্গেট অনুযায়ী টিকা প্রদানের বিষয় অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, প্রয়োজনে অতিরিক্ত সেশন ব্যবস্থা করা হবে। পরিশেষে তিনি টিকাদানের কভারেজ শতভাগ করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সাতই মার্চের ভাষণ শুনেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে নিউক্লিয়াস: চসিক মেয়র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চের ভাষণ দিলেই নিউক্লিয়াসের সদস্যরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের কার্যক্রম শুরু করে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গলবার নগরীর থিয়েটার ইনষ্টিটিউট হলে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, যদিও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালে সংগঠিত হয়, তবে ১৯৬২ সাল থেকেই বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় তৎকালীণ ছাত্রলীগ কর্মীরা নিউক্লিয়াস নামের একটি সংগঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকেন। নিউক্লিয়াসের একজন সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রলীগের নেতা থাকাকালে আমি রাজনৈতিক সহকর্মীদের নিয়ে চট্টগ্রামে গোপনে সংগঠিত হতে থাকি। সেসময় নিউক্লিয়াসের স্লোগান ছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', জয় বাংলা, 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা'। এসময় আমাদের কার্যক্রম চলতো একদম গোপনে।

"সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা শুনেই বুঝতে পারি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আমরা গোপনে সশস্ত্র অভিযানের জন্য মাঠে নেমে পরি। আর সাধারণ জনগণ মূলত ২৫ মার্চের কালোরাত্রির পর যুদ্ধে অংশ নেয়। যারা রাজনৈতিক সচেতন তারা সাতই মার্চের ভাষণেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইংগিত পান, যা চূড়ান্ত রূপ পায় ২৬ মার্চ। সাতই মার্চের ভাষণ শুনলেই যে কেউ বুঝতে পারবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক নি:সন্দেহে বঙ্গবন্ধু।" এসময় তিনি নিউক্লিয়াসের মুছে যাওয়া ইতিহাসকে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, সাতই মার্চের ভাষণ মুক্তির মহাকাব্য। বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্খার অভিব্যক্তি সাতই মার্চের ভাষণ। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীন দেশ আমাদের উপহার দিয়েছেন তা রক্ষা ও উন্নয়নের করতে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

বর্ণিল আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস উদযাপন শুরু হয় বাটালি হিলস্থ নগর ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে।

পুস্পস্তবক অর্পণ ও সভায় অংশনেন প্যানেল মেয়র মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, সলিমুল্লাহ বাচ্চু, আবুল হাসনাত বেলাল, মোঃ শেখ জাফরুল হায়দার চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেমসহ চসিকের বিভাগীয় ও শাখা প্রধান সহ সিবিএ সভাপতি ফরিদ আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মো. মুজিবুর রহমান, সিনিয়র সহ সভাপতি জাহিদুল আলম চৌধুরী, সহ-সভাপতি মোহাং ইয়াছিন চৌধুরী, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবুল মাসুদ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুগান্তকারী ভাষণের স্মারক হিসেবে দিনটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এবারের সাতই মার্চের আয়োজনে আরো থাকছে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড় ও আইল্যান্ডে বঙ্গবন্ধুর ছবি-ইতিহাস সংবলিত ৪টি ড্রপ ডাউন ব্যানার প্রদর্শন, আন্দরকিল্লা পুরানো নগর ভবন পার্কিং লট ও জামালখানে এল.ই.ডি'র মাধ্যমে ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার, নগর ভবন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে আলোকসজ্জা, ফোয়ারা এবং তোরণ নির্মাণ। এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ৭ই মার্চ এর ভাষণের উপর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নিজস্ব রাজনীতির ধারার তিনজন ছাত্রনেতা ১৯৬২ সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে গোপন সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করেন। তিন সদস্যের এই ক্ষুদ্র সত্তা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের 'নিউক্লিয়াস' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নিউক্লিয়াসের তিনজন সদস্য ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ। নিউক্লিয়াসের কাজ ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে যাবতীয় নীতি-কৌশল প্রণয়ন করা এবং স্বাধিকার আন্দোলনকে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়া। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিল এই তিন ছাত্রনেতার কাছে। দেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচি বিশেষত শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত ছয় দফা, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফার আন্দোলনসহ প্রতিটি আন্দোলনকে গণরূপদানের মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। একইসাথে জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করা ছিল নিউক্লিয়াসের অন্যতম কাজ। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি, ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচন, জয়বাংলা বাহিনী গঠন এবং তার কুচকাওয়াজ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে সামরিক অভিবাদন জানানো, সবই ছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অংশ। বিপ্লবী পরিষদের সকল কর্মকান্ডের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল। শরীফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাষট্টি সালে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলন, শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত বাঙালির মুক্তির সনদ ছেষট্টির ছয় দফার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষন, শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান, নিউক্লিয়াস'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি, আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ সর্বোপরি বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধসহ এ সকল কর্মকান্ডই ছিলো 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অংশ। আর এ সকল কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণীত হতো নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে।

গৃহকরে ছাড় পেয়ে খুশি চট্টগ্রামের গৃহকরদাতারা

আপিলের মাধ্যমে গৃহকর কমিয়ে দিচ্ছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র আর ছাড়কৃত পরিমাণে কর দিতে পেরে খুশি মনে ফিরছেন গৃহকরদাতারা। মঙ্গলবার চসিক রাজস্ব বিভাগের ৮নং সার্কেলের রিভিউ শুনানিতে দেখা গেল এমন দৃশ্য।

শুনানিতে ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা মেয়রের কাছে আপিল নিয়ে আসেন। মেয়র জানতে চান, কে কত কর দিতে চান। এরপর মেয়র করদাতা যা কর দিতে চাচ্ছেন সেই পরিমাণ টাকা এবং করদাতার দলিলাদি দেখে স্বল্প কর নির্ধারণ করে দেন। কাউকে আবার আগের পরিমাণ গৃহকরই নির্ধারণ করে দেন মেয়র। করছাড় পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফেরা করদাতারা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানান।

এসময় চসিক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, কর নির্ধারণী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেবল সরকারের। তবে চট্টগ্রামের মানুষরা আমাকে ভোট দিয়ে মেয়র বানিয়েছে তাই গৃহকর নিয়ে যাতে তারা ভোগান্তিতে না পড়ে সেজন্য আমি আপিল শুনানীর মাধ্যমে আমার মেয়রের ক্ষমতাবলে সর্বোচ্চ ছাড় দিচ্ছি। নাগরিকদের বলতে চাই, কারো গৃহকর নিয়ে অভিযোগ থাকলে আপিল বোর্ডে আসুন। আপনাদের সাধ্যমত কর কমিয়ে দিব। অন্য কোন নাগরিক সমস্যা নিয়ে অভিযোগ থাকলে তাও জানান, আমি ঠিক করার চেষ্টা করব।
"স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিগুলোর গুজবে কান দিবেন না। আপনারা কর দিন। আপনাদের করের টাকা আপনাদের নগরীর উন্নয়নেই ব্যয় হবে। সবাইকে নিয়ে আমি নান্দনিক চট্টগ্রাম গড়ব। চট্টগ্রামের হারানো ইমেজ আমি আপনাদের নিয়ে পুনরুদ্ধার করব।"

আপিল বোর্ডে আসা করদাতাদের মেয়র ফুল দিয়ে বরণ করেন। এরপর মেয়র করদাতাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন।

গৃহকরে ছাড় পেয়ে ৩৮ নং ওয়ার্ডের জাহেদুল ইসলাম বলেন , ফেসবুকে গৃহকর বৃদ্ধি নিয়ে বিভিন্ন পোস্ট দেখে চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু আপিল শুনানিতে আসলে মেয়র আমার গৃহকর এক টাকাও না বাড়িয়ে আগের মতোই রেখে দেন।

"সবাইকে বলবো কোন গুজবে বিভ্রান্ত না হয়ে আপিল করুন। কোন ঘুষ বা তদবির ছাড়াই যৌক্তিক কারণ দেখাতে পারলে মেয়র গৃহকর কমিয়ে দিচ্ছেন। মেয়র নিজে সমাধান করে দিলে অযথা আন্দোলন-ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই।"

এসময় রিভিউ বোর্ডে উপস্থিত ছিলেন প্যানেল গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর ছালেহ আহম্মদ চৌধূরী, জিয়াউল হক সুমন, আবদুল বারেক, গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর শাহানুর বেগম, চসিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম, রাজস্ব কর্মকর্তা সৈয়দ শামসুল তাবরীজ , জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা আজিজ আহমদ, রিভিউ বোর্ডের সদস্য অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার ইয়াছিন আরাফাত, প্রকৌশলী আজাদ হোসেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮